অর্থমন্ত্রক

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি প্রাক্-বাজেট আলোচনার জন্য কৃষিসংক্রান্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন

Posted On: 28 DEC 2017 12:18PM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি বলেছেন যে,বর্তমানে দেশে জল সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ও সারের সুষম ব্যবহারের কথাও তিনি বলেছেন। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ, বিপণন এবং কৃষকদের জন্য কৃষিপণ্যের লাভজনক মূল্যের কথা তিনি বলেছেন। নতুন দিল্লিতে প্রথম প্রাক্-বাজেট আলোচনায় বিভিন্ন কৃষিগোষ্ঠীর সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি একথা বলেন।

বৈঠকে শ্রী জেটলি ছাড়াও দুই অর্থ প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণণ পি এবং শিবপ্রতাপ শুক্লা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, উপস্থিত ছিলেন নিতি আয়োগের সদস্য শ্রীরমেশ চাঁদ, অর্থ সচিব ডঃ হাসমুখ আধিয়া, ব্যয় সচিব শ্রী এ এন ঝা, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত দপ্তরের সচিব সুভাষ চন্দ্র গর্গ, কৃষি সচিব শ্রী এস কে পট্টনায়ক, পশুপালন ও দোহ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব শ্রী দেবেন্দ্র চৌধুরী, ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ অরবিন্দ সুব্রমনিয়াম প্রমুখ।

এছাড়া, বিভিন্ন কৃষি-ভিত্তিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন –স্বাভিমানি পক্ষ গোষ্ঠীর সভাপতি সাংসদ রাজু শেট্টি, বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী অশোকগুলাটি, ভারতীয় কৃষক সংগঠনের মহাসচিব শ্রী বি ডি রামি রেড্ডি, পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ বলদেব সিং ধিলোঁ, ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার যুগ্মনির্দেশক ডঃ কে ভি প্রভু, আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা সংস্থার ডঃ পি কে যোশী,ভারত কৃষক সমাজের চেয়ারম্যান অজয় বীর ঝাঁকর, ভারতের জাতীয় সম্বায় ইউনিয়নের মুখ্য আধিকারিক ডঃ সত্যনারায়ণ এবং বিভিন্ন কৃষি-ভিত্তিক শিল্প সংস্থার প্রতিনিধিরা।

এই বৈঠকে বিভিন্ন কৃষি গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বহু ধরনের প্রস্তাব রাখা হয়।২০১৮-১৯ – এর বাজেটে একটি ‘কৃষক নীতি’ ঘোষণার প্রস্তাব রাখা হয়। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের লাভজনক মূল্য সুনিশ্চিত করতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাও বলা হয়। এছাড়া, সারা দেশে কৃষকদের কৃষি ঋণ মকুবের জন্য একটি প্যাকেজ ঘোষণার প্রস্তাবও রাখা হয়। কৃষকদের কম সুদে ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য অ্যাগ্রো ফরেস্টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য এবং বিশ্বের বাজারের পরিস্থিতি বিষয়ে নজরদারির জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করে মাসিক-ভিত্তিতে পরিস্থিতির ওপর নজরদারির প্রস্তাবও রাখা হয়। ডেয়ারি, ফল এবং সব্জি উৎপাদনের ওপর জোর দিয়ে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য অর্জনের কথাও বলা হয়। টমেটো, পেঁয়াজ এবং আলুর দাম স্থিতিশীল রাখতে ‘অপারেশন ভেজিস’ চালু করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়।

কৃষি পণ্যের সংরক্ষণের জন্য গুদাম, হিমঘর নির্মাণ এবং কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াকরণের ওপরও জোর দেওয়া হয়। কৃষি পণ্যের বিপণনের জন্য অখন্ড পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলারও কথাও বলা হয়। প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য এবং সারের ভর্তুকি প্রদানের প্রস্তাবও রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার কৃষি সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে আরও স্থিতিস্থাপকতা, কৃষিপণ্যের বৈদ্যুতিন বাণিজ্যের ব্যবস্থা এবং একেকটি রাজ্যের জন্য স্থানীয় প্রয়োজন-ভিত্তিক নীতি প্রণয়নের কথাও বলা হয়। কৃষকদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে শুকর পালন, মৌপালন, মধু উৎপাদন,মাসরুম উতপাদন এবং মৎস্য চাষের ওপর জোর দেওয়া হয়। পশু পালনের মাধ্যমেও কৃষকদের আয় বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়। কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণার ওপরও জোর দেওয়ার কথা বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়। খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশের মধ্যে সমতা বিধানের লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের কথাও বলা হয়।

১৯৫১ সালের প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট অনুসারে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা দিতে বাগিচা কোম্পানিগুলিকে কর ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়ানো, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উৎপাদনশীলতা বিষয়ে গবেষণা ও প্রকল্পের মাধ্যমে গবেষণাগার থেকে কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রয়োগের কথাও বলা হয়।

কৃষি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জমি, জলসম্পদ, জনসংখ্যা এবং কৃষির ওপর নির্ভরশীলতার কথা মাথায় রেখে কৃষি নীতি প্রণয়নের কথা বলা হয়।ক্ষুদ্র সেচ এবং জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উৎসাহদান ভাতা বা ভর্তুকি প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথাও বৈঠকে উত্থাপিত হয়। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ফসলের অবশিষ্টাংশ মাঠে পুড়িয়ে ফেলার সমস্যা মেটাতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির জন্য ভর্তুকির দাবিও তোলা হয়।উদ্যানজাত পণ্যের পরিবহণের ক্ষেত্রে সুবিধা দিতে নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব রাখা হয়।বীজ, সার, কীটনাশক, জীবাণু সারের মূল্য ও গুণমান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়।

(Release ID: 1514440) Visitor Counter : 14